দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...
APR 03 2002

মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে লেখাপড়া বিঘ্নিত ॥ শ্রেণীকক্ষ আসবাবপত্র ও শিক্ষক সঙ্কট

মৌলভীবাজার থেকে এম এ সালাম ঃ প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্রের সঙ্কট ও শিক্ষক-কর্মচারীর পদ শূন্য থাকায় মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে ৬৬টি শিক্ষকের মধ্যে ২২ জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য হয়ে আছে। একই-ভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২১টি কর্মচারীর পদের মধ্যে ১৪টি পদ শূন্য। কলেজের অফিসে রয়েছে ৫টি পদ। তার মধ্যে ৪টি পদই খালি। একজন মাত্র হিসাব সহকারী দিয়ে কলেজের অফিসের কাজকর্ম পরিচালনা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে ৮টি বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলা হলেও চালু হওয়া বিভাগগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী এখনো পদ তৈরি হয়নি। ফলে কলেজে শিক্ষক সঙ্কট আরো তীব্র হয়েছে। এছাড়াও অনার্স কোর্স খোলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু বিভাগগুলোর জন্য পৃথক শ্রেণী কক্ষ, সেমিনার হল, শিক্ষকের বসার স্থান ও বিভাগীয় প্রধানের কার্যালয় এখনো তৈরি করা হয়নি। চলতি বছরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ অনার্স কোর্স শুরু হবে। ফলে একাধারে ৩ বর্ষের অনার্স ক্লাস পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে কলেজ মিলনায়তনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বর্তমান অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। মিলনায়তনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নেই বলে বাকি কাজ শেষ হচ্ছে না। এদিকে কলেজে ১৯৯৯ সালে কম্পিউটার বিভাগ চালু হয়েছে। কম্পিউটার বিভাগের জন্য ৬টি কম্পিউটার রয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের একটি ক্লাসরুমে কম্পিউটার-গুলো রেখে পাঠদান ও ব্যবহারিক ক্লাস চলছে। কম্পিউটার ক্লাসের জন্য কোন পৃথক কক্ষ যেমন তৈরি হয়নি তেমনি স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্য বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক দ্বারা সুষ্ঠু পাঠদান ও ব্যবহারিক ক্লাস নেয়াও সম্ভব নয়। কম্পিউটার বিভাগে দু'টি শিক্ষক পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ জরুরি হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে ১৯৯৪ সালে নির্মাণ শুরু হওয়া প্রস্তাবিত তিনতলার প্রশাসনিক ভবনটিতে এক-তলার কাজ শেষ করে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিকল্পনামাফিক কক্ষ নির্মিত না হওয়ায় প্রশাসনিক কাজকর্মও সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও জানা গেছে, ছাত্র সংসদের জন্যও কোন ভবন নেই। অতীতে শ্রেণীকক্ষে সংসদের কার্যক্রম চালানো হয়েছে। নেই আলাদা ছাত্রছাত্রী মিলনায়তন। একটি শ্রেণীকক্ষকে মিলনায়তনে রূপান্তরিত করে কাজ চালানো হচ্ছে। এছাড়া কলেজের আসবাবপত্র সঙ্কট এখন প্রবল হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া এখনো কলেজের সম্পূর্ণ সীমানা দেয়াল নির্মাণ হয়নি। এতে করে কলেজ ও হোস্টেলের ভূমি বেদখল হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে কলেজে প্রায় ২ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি মাত্র বাস রয়েছে। জানা গেছে, পালাক্রমে বাসটি প্রতিদিন প্রায় ১শ' ২০ কিলোমিটার পথ চলাচল করে, যা চাহিদার তুলনায় ন্যূনতম।